DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 12 Nov 2026, 02:54 PM

মতামত

বঙ্গোপসাগর ঘিরে জটিল ভূ-রাজনীতি

প্রতিবেদক: গাজী মহিদুজ্জামান মহিদ
প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



ছবি: লেখক: সাংবাদিক, গভেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বঙ্গোপসাগর শুধু একটি জলরাশি নয়; দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও ভূ-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সময়ের সঙ্গে এই সাগরকে ঘিরে বৃহৎ শক্তিগুলোর আগ্রহ ও প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাংলাদেশের জন্যও তৈরি হচ্ছে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ।

বঙ্গোপসাগরের নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে এক গভীর ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই বিশাল জলরাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, জ্বালানি নিরাপত্তা ও কৌশলগত অবস্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে কোনো পরিবর্তনই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বহীন নয়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে মার্কিন নৌকৌশলবিদ আলফ্রেড থায়ার মাহান সমুদ্রশক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণে সমুদ্রবাণিজ্য ও

নৌশক্তিকে একটি দেশের বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এক শতাব্দীর বেশি সময় পরও তাঁর সেই ধারণার প্রাসঙ্গিকতা অটুট। বিশ্ববাণিজ্যের বড় একটি অংশ এখনো সমুদ্রপথনির্ভর। তাই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথের নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা নতুন কিছু নয়।

বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বের অন্যতম কারণ এর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস, খনিজ ও মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে থাকা এসব সম্পদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে।

বিশেষ করে জ্বালানি খাতে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে সমুদ্রাঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। তবে অনুমাননির্ভর তথ্যের পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক মানের জরিপের মাধ্যমে প্রকৃত মজুদের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদও বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সামুদ্রিক মাছ আহরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা গেলে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও বাড়ানো সম্ভব। একই সঙ্গে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুন্দরবন, কক্সবাজার ও সেন্ট মার্টিনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ও পর্যটনকেন্দ্রগুলোও বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পিত পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তোলা গেলে এ খাতেও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

তবে সম্ভাবনার পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাও ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র□তিন দেশই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের কৌশলগত স্বার্থকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর প্রভাব বঙ্গোপসাগরের ওপরও পড়ছে।

ভারতের জন্য বঙ্গোপসাগর তার নিজস্ব নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চীন তার বাণিজ্যিক ও কৌশলগত যোগাযোগ সম্প্রসারণে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলের নিরাপত্তা ও নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই প্রতিযোগিতার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত সংবেদনশীল। কারণ বাংলাদেশ কোনো বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বার্থ হলো□সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া।

বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করলেই হবে না। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাগত প্রভাবও মূল্যায়ন করতে হবে। দেশের অবকাঠামো, বন্দর, জ্বালানি ও যোগাযোগব্যবস্থায় বিদেশি অংশীদারিত্ব প্রয়োজন হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশের স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত।

বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিও বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের। এ অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর তৎপরতা বাড়ছে। পাকিস্তানের নৌ-সক্ষমতা বৃদ্ধি, চীনের ভারত মহাসাগরীয় উপস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল□সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক বেশি জটিল।

এর সঙ্গে রয়েছে মিয়ানমারের অস্থিতিশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকট। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা বাস্তবতা এবং বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনীতি এখন অনেকটাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাই সমুদ্রকেন্দ্রিক যেকোনো অর্থনৈতিক বা যোগাযোগ প্রকল্প গ্রহণের

ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তববাদী সামুদ্রিক কৌশল। কোনো একটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা যেমন ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, তেমনি কোনো পক্ষকে অযথা বিরূপ করাও বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আমাদের নীতি হওয়া উচিত□সবার সঙ্গে সহযোগিতা, কারও সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বিরোধ নয়।

একই সঙ্গে নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বাড়ানো, সমুদ্রসীমা পর্যবেক্ষণ, অবৈধ মাছ শিকার ও চোরাচালান বন্ধ এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণে আরও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে নীল অর্থনীতির সম্ভাবনাও বাস্তবে রূপ দেওয়া সহজ হবে।

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য শুধু ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নয়; এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও বিশাল সুযোগ। তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ, মৎস্য, পর্যটন, নৌ-বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক অবকাঠামো□সব মিলিয়ে এই জলরাশি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হতে পারে।

তবে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন দূরদর্শী নীতি, দক্ষ কূটনীতি, শক্তিশালী সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দৃঢ়তা।

বঙ্গোপসাগরকে কোনো বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতার মঞ্চে পরিণত হতে দেওয়া বাংলাদেশের স্বার্থে নয়। বরং এই অঞ্চলকে সহযোগিতা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও আঞ্চলিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি তার ভৌগোলিক অবস্থান। সেই অবস্থানকে সঠিক কূটনীতি ও দূরদর্শী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারলে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য বোঝা নয়, বরং সম্ভাবনার সোনালি দরজা হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক, গভেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

এ বিভাগের আরও খবর



ভয়াল ১২ নভেম্বর: পটুয়াখালীতে প্রাণহানি ৪৭ হাজার, কলাপাড়ায় ৪ হাজার ৬০৯
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক...



জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনে স্থায়ী পাঁচ শক্তির সমর্থন এখনো অনিশ্চিত

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে এখনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের অনানুষ্ঠানিক ভোটে সাত প্রার্থীর কেউই পর...



গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে, নতুন সমঝোতায় চ্যালেঞ্জ কী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। এর আগেই নতুন চুক্তি করতে চায় ঢাকা। পানিসম্পদমন্ত্রী শহী...



ইথিওপিয়া□ইরিত্রিয়া উত্তেজনা বাড়ছে: তিগ্রাই সংঘাত কি হর্ন অব আফ্রিকায় বড় যুদ্ধে রূপ নিতে পারে?

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় তিগ্রাইয়ে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনাও বেড়েছে। ৭ অক্টোবর তি...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/opinion/bnggopsagr-ghire-jtil-bhu-rajniti